ড. স্যামুয়েল জনসন

প্রণব মিত্র

গ্রন্থতীর্থ
GRANTHA TIRTHA CALCUTTA
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

আমার কথা

ড. স্যামুয়েল জনসনের জীবন-কথা রচনার আকাঙ্ক্ষা ছিল বহুকালের। এই মানুষটির সম্পর্কে কৌতূহল জেগেছিল রবীন্দ্রনাথের "চারিত্রপূজা'য় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রসঙ্গে তাঁর তুলনাত্মক উল্লেখে। পরে ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে ও ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক-সামাজিক ইতিকথায় বিশেষত ট্রাভেলিয়ান-এর রচনায় ড. জনসন-এর নানা পরিচয় খুঁজি। তারপর হাতে আসে লেস্‌লি স্টিফেনের জনসন-জীবনী, যেখানি পড়েই রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং চারিত্রকথায় এই গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন। সর্বাধিক আকৃষ্ট হই টমাস কার্লাইল-এর লেখা "Hero & Hero Worship" বইতে জনসন প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ এই বইখানি থেকেও উদ্ধৃতি রেখেছেন তাঁর অসাধারণ অনুবাদে।

ড. জনসনের জীবন কথায় তাঁর বন্ধু ও শিষ্য জেমস বসওয়েল-এর অপূর্ব জীবনবৃত্তান্তখানি ও পড়তে হয়েছিল। ও বই না পড়লে সমগ্র চরিত্রটি তার দৈনন্দিন রক্তমাংসের চেহারায় জানা যেত না।

সবই করেছি ওই মানুষটির সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কৌতূহলে।

ওই বিপুল জীবনকথা একখানি ছোটো বইতে মোটেই ধরা যায় না তা জেনেও এই কাজে ব্রতী হয়েছিলুম নিজের দেশে নিজের ভাষায় স্যামুয়েল বেঁচে থাকবেন এই আশায়। জানি এ রচনায় আমার অজস্র ত্রুটি থেকে গেছে। পাঠক নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন এটুকু আশা রাখি।

প্রথম অধ্যায়

গৌরচন্দ্রিকা

"For one higher than himself dwells in the hearts of man– T. Carlyle

আশ্চর্যের কথা একটাই যে আজ একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়েও সেই কবেকার আঠারো শতকের একটা লোকের কথা কিছুতেই ভোলা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা বলছি ড. স্যামুয়েল জনসনের কথা। একথা ঠিক যে, আজকের দিনে যেসব ছেলেমেয়েরা সাহিত্যের কথা, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের কথা, নিয়ে কিছুটা ভাবে, তাদের কাছেও ড. জনসন হয়তো এমন কিছু পরিচিত নন। বরং দেখা যাচ্ছে জনসনের আশি বছর আগে জন্মে ড্যানিয়েল ডিফো ভালোভাবে বেঁচে আছেন তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি "রবিনসন ক্রুশো" নামক বইখানি লিখে, আর জনসনের তেতাল্লিশ বছর আগে জোনাথান সুইফ্‌ট্ লিখলেন "গালিভার্‌স্ ট্র্যাভেল্‌স্"— সে বই আজও অক্ষুণ্ণ-প্রসিদ্ধি— মানে বিখ্যাত এখনও। তবে দুখানি বইই প্রধানত [illegible] গভীরার্থে বোধহয় আজ আর পরিচিত নয়— দুখানিই বেঁচে

আছে চিরকালের শিশুসাহিত্য বা কিশোর সাহিত্য হয়ে। বলা বাহুল্য ড. জনসন কিন্তু সেভাবে মোটেই সুপরিচিত নন। তবু একথা ঠিক যে ড. স্যামুয়েল জনসন আসলে সাহিত্যেরই মানুষ হিসাবে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত, এবং সেই পরিচিতির অন্যতম কারণ ছিল এই যে, সেই সেকালে তিনিই প্রথম ইংরেজি ভাষার একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন; কিন্তু আজকের দিনে নানা ধরনের নানা প্রকরণের অজস্র অভিধান সৃষ্টির সঙ্গে সেই প্রথম সৃষ্টির তুলনা অবশ্য কেউই করতে যাবেন না— তবু স্রষ্টাকে অবশ্যই দিতে হবে পথিকৃৎ-এর সম্মান। ড. জনজন তাঁর অভিধান-প্রণয়নের আগে এবং পরে অন্যতর সাহিত্যসৃষ্টিতেও প্রয়াসী ছিলেন—প্রসঙ্গত মনে করা যায় তাঁর "রাসেলাস" (Rasselas) নামক রোমান্স কাহিনিটির কথা। তাছাড়া তিনি দুইখণ্ডে কয়েকজন পূর্বাপর কবির জীবনীও রচনা করেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আবার বলছি, ড. জনসন কিন্তু আজও স্মরণীয়, তাঁর নিজস্ব বিচিত্র জীবনকাহিনির জন্যেই আর সেই বিখ্যাত মানুষটির এক অসামান্য জীবনী রচনা করেই বিখ্যাত হয়ে আছেন ড. জনসনের গুণমুগ্ধ বন্ধু ও শিষ্যস্থানীয় জেম্‌স্ বসওয়েল। একদা ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় স্যামুয়েল জনসনের কথা বলতে গিয়ে সমালোচক যথার্থই লিখেছিলেন

> "Johnson, however, lives for most of us in the pages of Boswell, rather than in his own writings."[১]

বলা হয়েছে ড. জনসন, বসওয়েলের লেখায় তাঁর নিত্যদিনের বিচিত্র সংলাপ বা কথোপকথনের জন্যেই সুপরিচিত হয়ে আছেন— সেই সব সংলাপের মধ্যেই ফুটেছে তার স্বাধীন স্বচ্ছ আত্মপ্রকাশ—

"Clearly as some of his characteristics reveal

১. A History of English Literature – Arthur Compton-Rickett UBS Publishers' Distributors Ltd (New Delhi) 1996 Page. 242.

themselves to us in his work, he found the self-expression in talk."[২]

বলা বাহুল্য এমন একজন মানুষের কথা বলতে গেলে অনেক সমস্যার সামনে পড়তে হয়। একজন লেখক, কবি বা সাহিত্যিকের জীবন নিয়ে কথা বলার সহজ উপকরণ প্রথমত তাঁর লেখা, যার থেকে আমরা তাঁর হয়ে ওঠার কাহিনির একটা উপলব্ধিতে আসি। তারপর খুঁজি, তাঁর সম্পর্কে সমকালীন মানুষ, সমালোচক জীবনীকার—এঁরা কী ভাবছেন সেইসব; এমনকি নিজের সম্পর্কেও মানুষটি যদি কোনো কথা বলে থাকেন তাও আমাদের কাজে লাগে। ড. জনসন কিন্তু সাহিত্যসেবক হয়েও তার অতিরিক্ত একটি অপূর্ব মাত্রার অধিকারী হতে পেরেছেন, কারণ তাঁর আদর্শ সৃষ্টি তো তাঁর জীবনই।... "আমার জীবনই আমার বাণী"—একথা বোধহয় তিনিও বলতে পারতেন, যদিও বলেননি কোথাও।

আমরা দেখছি রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চারিত্রকথা লিখতে গিয়ে অতি শ্রদ্ধায় ড. জনসনের কথা স্মরণ করেছেন। স্বীকার করেছেন যে 'কাজে বিদ্যাসাগর জনসন অপেক্ষা অনেক বড়ো ছিলেন'—কিন্তু দুটি চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন— 'অন্তরের সরল প্রবল এবং অকৃত্রিম মনুষ্যত্বে'। তাঁর কিছু উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি: —

"জনসনও বিদ্যাসাগরের ন্যায় বাহিরে রূঢ় ও অন্তরে সুকোমল ছিলেন, জনসনও পাণ্ডিত্যে অসামান্য, বাক্যালাপে সুরসিক, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, স্নেহরসে আর্দ্র, মতে নির্ভীক হৃদয়ভাবে অকপট এবং পরহিতৈষায় আত্মবিস্মৃত ছিলেন। দুর্বিষহ দারিদ্র্যও

২. ibid.

মুহূর্তকালের জন্য তাঁহার আত্মসম্মান আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই।"[৩]

অন্যদিকে জনসনের মতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ছিলেন সাহিত্যসেবক, এবং তাঁর সাহিত্যরচনার কয়েকটি নিদর্শন এখনও সাধারণ্যে সুপরিচিত কিন্তু মানুষটি ছিলেন তাঁর সেইসকল সৃষ্টির অতিরিক্ত আরও অনেক বড়ো মানুষ।

বিখ্যাত ইংরেজলেখক টমাস কার্লাইলও জনসনের গুণমুগ্ধ ছিলেন। "On Heroes & Hero-worship and the Heroic in History" বইতে তিনি জনসনকে দেখিয়েছেন এক ইতিহাসের মহানায়ক "বীর" চরিত্রের রূপে। আমরা প্রচলিত অর্থে বীরের যে ধারণা করি কার্লাইল সে ধারণার অতিরিক্ত কিছু বলতে চেয়েছেন। কবি, লেখক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, রাজোচিত ব্যক্তিত্ব, সংস্কারক, মহাপুরুষ (prophet) —ইত্যাদি বিচিত্র মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের এক একটি উত্তুঙ্গ রূপকে বেছে নিয়েছেন তিনি— বলছেন, এইসকল অতিমানবের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রকাশই বীরপূজা— সেই মহৎ চরিত্রের পূজায় আমরা খুঁজে পাই নিজেদের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের এক অতিশায়ন (For one higher than himself dwells in the breast of man)।

বাইরে থেকে দেখলে মানুষটা তো আমাদের পাঁচজনেরই মতো একজন। কিন্তু তিনি পাঁচের মধ্যে পঞ্চম কেন? কারণ তাঁহার মধ্যে একটা অনন্যসাধারণতা প্রকাশ পায়। এই আত্মস্বাতন্ত্র্যের সুপ্তপ্রতিভা বোধহয় মানুষ মাত্রেরই জন্মার্জিত সম্পদ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন সংসারের নিত্যপ্রবাহের আবিলতায় পারিপার্শ্বিকের অধোগামিতায় সেই জন্মার্জিত সম্পদটুকু আমরা নষ্ট করে ফেলি।

---

৩. চারিত্রপূজা 'বিদ্যাসাগরচরিত'—রবীন্দ্ররচনাবলী (প. বঙ্গ সরকার) ১১ খণ্ড—পৃ. ১৮১

"প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরতর স্তরে ঈশ্বর একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন; অন্ততঃ সেখানে একজনের উপরে আর একজনের কোনো অধিকার নাই। সেখানেই তাহার অমরতার বীজকোষ বড়ো সাবধানে রক্ষিত; সেখানেই তাহাকে নিজের শক্তিতে নিজে সার্থক হইতে হইবে। সহজের প্রলোভনে এই জায়গাটার দখল যে ব্যক্তিই ছাড়িয়া দিতে চায় সে লাভে-মূলে সমস্তই হারায়।"[৪]

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের সামগ্রিকতা হয়তো সকলে স্বীকার করবেন না, কারণ প্রতিমানুষের অন্তর্নিহিত "বীজকোষ" যে সকল শ্রেণীর সকল জাতির মধ্যে সমভাবে বর্তমান এমনটা অনেকেই মানবেন না। কিন্তু সে-তর্কে আমরা যাব না। তবু একথা মানতেই হয় যে বহুক্ষেত্রেই মানুষের মৌলিক চরিত্রের গভীরতা বাহিরের নানা সংস্কারে নানা বাধায় চাপা পড়ে যায়।

বিদ্যাসাগর যে-সমাজে যে-শ্রেণীতে জন্মেছেন এবং বড়ো হয়েছিলেন, সেই পরিবেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর যে পরিণতি হওয়া স্বাভাবিক ছিল তা হয়নি। তিনি সাধারণভাবে সংস্কৃতশিক্ষা অধিগত করে একজন বিদগ্ধ শাস্ত্রীর জীবন যাপন করে সুখী সজ্জন সাংসারিক মানুষ হয়ে বাঁচতে পারতেন; কিন্তু তাঁর মনন তাঁকে সে পথে চালিত করেনি, তাই তাঁকে হতে হয়, একজন করুণাসাগর বিদ্যাসাগর— হতে হয় একজন বিপ্লবী-সমাজ সেবক ও সংস্কারক। সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষটিকেই লড়তে হয়েছিল আধুনিক কালের উপযুক্ত ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের জন্যে। এরকম অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু এখানে সে বিস্তৃতির প্রয়োজন নেই।

অন্যদিকে আমরা দেখছি ড. জনসনও তাঁর দেশকালের সংকীর্ণতা থেকে, অন্ধকার প্রলোভনগুলির থেকে আত্মরক্ষা করে, দারিদ্র্যের কশাঘাত উপেক্ষা করে, চলতি স্রোতের উজানে চলতে পেরেছেন

---

৪. চরিত্রপূজা—র.র (প.ব.স) ১১/পৃ. ২০৯